A_ gšYvjq

ev‡RU
2007-08

ev‡RU e³Zv

W. G, we, wg¾v †gvt AwRRj Bmjvg

Dc‡`óv

A_ gšYvjq

XvKv

24 ˆR¨ô 1414

07 Rb 2007

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম্

প্রিয় দেশবাসী
আস্‌সালামু আলাইকুম্

১. বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বে বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে আমি আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা সরাসরি আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি।

২. গত **১১** জানুয়ারি বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পটভূমি সম্পর্কে আপনারা জানেন। দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত সশস্ত্রবাহিনীসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় এবং সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে। কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত জনবহুল এ দেশের বহুমুখী সমস্যার উত্তরণ অনেকটাই নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। তাই, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো ভালোভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এ চ্যালেঞ্জগুলো হলো - সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, প্রবৃদ্ধির গতিধারাকে ত্বরান্বিত করা, মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা, ব্যক্তিখাত চালিত প্রবৃদ্ধির বাধাগুলোকে দূর করা, দারিদ্র্য কমিয়ে আনা, অঞ্চল ও শ্রেণীভিত্তিক আয় সমতা তৈরি করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা। এসব চ্যালেঞ্জের সফল মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন বাস্তবমুখী ও গতিশীল সংস্কার।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট
প্রিয় দেশবাসী

৩. বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতি পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বিশ্ব অর্থনীতির সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত। এ সম্পৃক্ততা উত্তরোত্তর আরো গভীর হচ্ছে। তাই, বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট যে কোন অভিঘাতের সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব মনে রেখে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির কৌশল ও কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে।

৪. জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ২০০৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৫.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এ প্রবৃদ্ধি ২০০৭ ও ২০০৮ সালে ৪.৯ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। চীন ও ভারতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং কতিপয় স্বল্পআয়ের দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিই বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে গতিশীলতা এনেছে।

৫. আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন হ্রাস ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোকে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ৮.১ শতাংশ এবং শ্রীলংকায় ১৯.৩ শতাংশ। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ৬.৯ শতাংশ মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক নয়।

দেশীয় প্রেক্ষাপট

প্রিয় দেশবাসী

৬. রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে তিনটি মূল্যবান মাস অর্থনৈতিক পঞ্জিকা থেকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলসহ আমদানিকৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে অভিঘাত সহনশীলতা (resilience)-র মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন আছে।

৭. কৃষিখাতে কিছুটা ধীর গতি লক্ষ্য করা গেলেও শিল্প ও সেবাখাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কারণে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ অর্জিত হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। চলমান অর্থনৈতিক নীতিসমূহের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রবৃদ্ধির এ ধারা মধ্যমেয়াদেও বজায় থাকবে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭.০ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৮. গত কয়েক বছর যাবত দেশে বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে যার প্রভাবে মূল্যস্ফীতির হারও বেড়েছে। মার্চ ২০০৭-এ তা গড় হিসেবে ৬.৯ শতাংশে এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট হিসেবে ৭.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির যে চাপ আপনারা প্রতিনিয়ত অনুভব করছেন, সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল আছি। এসব পণ্যের অধিকাংশই আমদানি-নির্ভর হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও

মূল্যবৃদ্ধির এ প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হয়নি। তবে, আমরা আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

৯. সাম্প্রতিককালে ডিজেলের মূল্য ২১ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে সম্ভাব্য মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ মূল্যবৃদ্ধির ফলে পরিবহনসহ যেসব খাতের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সেসব খাতের ভর আমাদের মূল্যসূচকে অপেক্ষাকৃত কম। এ পরিপ্রেক্ষিতে জুন নাগাদ মূল্যস্ফীতি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে সামান্য বেশি হলেও গড় মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের কাছেই থাকবে এবং আগামী অর্থবছরে তা ৬.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

প্রিয় দেশবাসী

১০. দারিদ্র্য বিমোচন সহায়ক ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও জোরদার করা ভিন্ন অন্য কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত কম। বিগত কয়েক বছরের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এ অনুপাত স্থবির হয়ে আছে। এমনকি কমেছে। রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতের ন্যায় আমাদের সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাতও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের তুলনায় কম। সাম্প্রতিক সময়ে বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও সম্পদের অপ্রতুলতা ও বাস্তবায়ন সক্ষমতার অভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ২০ শতাংশ অব্যয়িত থেকে গেছে। বড় আকারের থোক-নির্ভর বাজেট যেমন থেকেছে অস্বচ্ছ, তেমনি এ বরাদ্দের এলাকাভিত্তিক বিভাজন হয়েছে বৈষম্যপূর্ণ।

১১. মূল্যস্ফীতিজনিত অতিরিক্ত চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এবছর সতর্ক ও সংযত মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে, ব্যক্তিখাতে ঋণের প্রবাহ সন্তোষজনক অবস্থানে আছে।

১২. সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, ব্যক্তিখাতকে সক্রিয় রাখা এবং সরকারের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণের দায়ভার ধারণক্ষম রাখার লক্ষ্যে গত কয়েক বছর ব্যাংকিং খাতসহ অভ্যন্তরীণ খাত হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ জিডিপি-র ২ শতাংশের কাছাকাছি সীমিত রাখা হয়। কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব-আয় এবং বৈদেশিক সম্পদ না আসার পরও এ বছর অভ্যন্তরীণ খাত হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ জিডিপি-র ২ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১৩. এ বছর বহিঃখাত (external sector)-এর অগ্রগতি উৎসাহব্যঞ্জক। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে - মূলত উচ্চ রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির কারণে। রপ্তানি বাড়ছে ২০ শতাংশ হারে এবং রেমিট্যান্স ২৬ শতাংশ হারে। আশা করা হচ্ছে - এ বছর রপ্তানি আয় বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং রেমিট্যান্স ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ফেব্রুয়ারিতে আমদানি কিছুটা কমে আসলেও মার্চ থেকে তা বেড়েছে এবং এ বছর আমদানি ২০ শতাংশ হারে বাড়বে।

১৪. এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই - আমাদের আমদানির ৬৫ শতাংশই বিনিয়োগ-পণ্য, যা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের রপ্তানি এখনও তৈরি পোশাক শিল্প নির্ভর। ক্রমান্বয়ে রপ্তানির পণ্যবৈচিত্র্য বহুমুখী করার মাধ্যমে প্রায় একক নির্ভরতা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অনুকূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ বিনির্মাণ

প্রিয় দেশবাসী

১৫. অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায়িক পরিবেশ বিরাজ করলে দারিদ্র্য নিরসন সহায়ক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন বৈদেশিক বাণিজ্য ভারসাম্য, বাজেট ঘাটতি ও মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা। এগুলো নিশ্চিত করতে প্রয়োজন বিচক্ষণ রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির যথাযথ প্রয়োগ ও সমন্বয়, পাশাপাশি প্রয়োজন বৈদেশিক খাত ও পুঁজিবাজারের বলিষ্ঠ সমর্থন।

১৬. সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও বেশকিছু কারণে দেশজ বেসরকারি বিনিয়োগ ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হয়নি। এ কারণগুলো হচ্ছে -

- অনুন্নত আর্থিক খাত
- জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক মূল্যের চাইতে কমমূল্যে সরবরাহের কারণে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকগুলোতে তারল্য ঘাটতি

- বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত সরবরাহ
- উৎপাদন ও সংগ্রহ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে গিয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের লোকসান পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিখাতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর (IPPs) পাওনা যথাযথভাবে পরিশোধের সমস্যা
- ব্যাপক অনিয়ম এবং নাজুক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে মালামাল খালাসে মাত্রাতিরিক্ত সময় ব্যয়, মালামাল ওঠানো-নামানোর সীমিত সামর্থ্য এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা

এসব সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে আমরা যত্নবান রয়েছি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।

সুশাসন ও সংস্কার

মূল্যস্ফীতি

প্রিয় দেশবাসী

১৭. মূল্যস্ফীতি শুধু জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে না, এর নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধি অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে, বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে। ফলে প্রবৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হয়। এতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে চাল ও গমসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানির ওপর শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। অধিকসংখ্যক আমদানিকারককে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক পরামর্শ দিচ্ছে। আমরা কৃষিপণ্যের বাজারকে আরো প্রতিযোগিতামুখী করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। ঢাকায় পাইকারি আড়তের স্বল্পতা বাজারকে প্রভাবিত করছে। তাই, সরকার ঢাকার চার প্রান্তে চারটি পাইকারি বাজার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

১৮. বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্সসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত টাস্কফোর্সগুলো নিয়মিতভাবে দ্রব্যমূল্যের পর্যালোচনা করছে। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় মনিটরিং কমিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ প্রণয়নে নিয়োজিত আছে। আগামী অর্থবছরেও আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত

থাকবে। সাধারণ ভোক্তাদের সুবিধার্থে বিডিআর-এর ডালভাত কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী করা হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইনি কাঠামোও গড়ে তোলা হবে। বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতে বেশকিছু পণ্য আমদানি করা হবে। চাল ও গমের আমদানি দ্বিগুণ করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে নতুন কর্মসূচি সংযোজন এবং বিদ্যমান কর্মসূচিগুলো অধিকতর নিবিড় ও সম্প্রসারিত করা হবে। আমি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রমে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছি।

আর্থিক খাত

প্রিয় দেশবাসী

১৯. আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এতে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংকগুলো ব্যক্তিখাতের ব্যাংকগুলোর মত ব্যবসায়িক তৎপরতা চালাতে সক্ষম হবে। ঋণ শৃঙ্খলা জোরদার করা, ব্যাংকিং খাতে গতিশীলতা আনা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ভূমিকা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ সংশোধন করা হচ্ছে। অবৈধ অর্থ পাচার ও হুণ্ডি ব্যবসা রোধকল্পে প্রবর্তিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন পূর্ণাঙ্গ ও নিশ্ছিদ্র করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২০. বাংলাদেশে পুঁজিবাজার ক্রমান্বয়ে ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাজার মূলধনের স্থিতি (market capitalisation) এবং পুঁজিবাজারে লেনদেনের লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের প্রতি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিক্রয়ের ফলে পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের যোগান বেড়েছে এবং বিকল্প বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। আগামী অর্থবছরে আরো বেশকিছু সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির শেয়ার পুঁজিবাজারে ছাড়া হবে। বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ও জ্বালানি খাতের সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের তালিকাভুক্তির ফলে পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধি পাবে।

বাণিজ্যিক খাত

প্রিয় দেশবাসী

২১. ব্যক্তিখাতকে আরো গতিশীল ও প্রতিযোগিতামুখী করার লক্ষ্যে অধিকাংশ মূলধনী যন্ত্রপাতির ওপর শুল্ক সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে। সার্বিক শুল্কহার কমিয়ে

আনা হয়েছে। মজুদ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হচ্ছে। এছাড়া, বীমা ব্যবসার তত্ত্বাবধান, পলিসি গ্রহণকারীদের স্বার্থরক্ষা এবং বীমা শিল্পের প্রসারের জন্য এ সংক্রান্ত আইন সংস্কারের কাজও এগিয়ে চলেছে।

২২. আমি রপ্তানি ভর্তুকির বিদ্যমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। চলতি অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দকৃত ৮০০ কোটি টাকা ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে। এরপরও ৪৩২ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। পূর্বের বছরগুলোতে যথাযথ বরাদ্দ না থাকায় বিপুল বকেয়া পুঞ্জীভূত হয়েছে। এ বকেয়া পরিশোধসহ রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের জন্য আমি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

২৩. তবে, আমাদের এও মনে রাখতে হবে, সময়সীমাহীন ভর্তুকি অদক্ষতাকে উৎসাহিত করে, ব্যবসা-বাণিজ্যের দক্ষ অংশকে অধিক করের বোঝা বহনে বাধ্য করে এবং সরকারের অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য খাতে ব্যয় সঙ্কোচন করে। কোন খাতেই ভর্তুকি অব্যাহতভাবে চলতে পারে না। কাজেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাত

প্রিয় দেশবাসী

২৪. এতদিন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে উৎপাদিত পণ্য এবং সেবা বিশেষ করে জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য বাস্তব ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়নি। বরাবরই জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের বিক্রয় মূল্য উৎপাদন ব্যয় বা ক্রয়মূল্যের অনেক নীচে থেকেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)-কে বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বিরাট অঙ্কের ক্রমপুঞ্জীভূত দায় সরকারের ওপর এসে পড়েছে। পূর্বে এ ধরনের আর্থিক দায় স্বচ্ছভাবে বাজেটে প্রতিফলিত হতো না। তাই, সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর এসব প্রচ্ছন্ন আধা-রাজস্ব ব্যয় (hidden quasi-fiscal costs)-এর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব জনগণের কাছে থেকে যেত অস্বচ্ছ।

২৫. প্রচ্ছন্ন আধা-রাজস্ব ব্যয়কে স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে এ বছর সংশোধিত বাজেটে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে। আগামী অর্থবছরে কেবল বিপিসি-র ক্রমপুঞ্জীভূত দায় বাবদ প্রায় ৭ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা সরকার নিজের দায় হিসেবে

গ্রহণ করেছে। পিডিবি-র সম্ভাব্য ঘাটতি পূরণের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

২৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য লেনদেন ব্যয় (transaction cost) হ্রাস করা অপরিহার্য। চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি দক্ষ ও আধুনিক সমুদ্র বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেশকিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে গত জানুয়ারি মাসে জাহাজের গড় অবস্থানকাল যেখানে ৯ দিনের বেশি ছিল, বর্তমানে তা প্রায় ৪ দিনে কমে এসেছে। পণ্য পরিবহন ব্যয় কমেছে প্রায় ২০ শতাংশ। সব মিলিয়ে দক্ষতা বেড়েছে ৪০ শতাংশ এবং খরচ কমেছে ৩০ শতাংশ। নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পথে। এটাকে সম্পূর্ণ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রস্তাবের কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

২৭. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনার অন্যতম অবকাঠামো হচ্ছে মংলা বন্দর। কিন্তু দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা ও উদ্যোগহীনতায় মংলা বন্দরের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। জমি ও সম্পদ বেদখল হয়ে আছে। আপনারা জেনে খুশী হবেন, ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থার ফলে দীর্ঘ ৮ বছর পর এখন মংলা বন্দরের মাধ্যমে সার আমদানি শুরু হয়েছে। মালামাল হ্যান্ডলিং ব্যয় ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে ১০ একরেরও বেশি জমি। শুরু হয়েছে ড্রেজিং-এর কাজ। বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত সমীক্ষান্তে সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

২৮. সমুদ্র বন্দর উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের স্থলবন্দরগুলোকে অধিকতর কার্যকর করার পদক্ষেপও আমরা নিয়েছি। ৬টি সীমান্ত স্থলবন্দর ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে নির্মাণ, স্বত্ব অর্জন এবং হস্তান্তরের (Build, Own and Transfer) ভিত্তিতে দু'টি বন্দর পুরোপুরি চালু করা হয়েছে।

২৯. বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার কারণে সম্ভাবনাময় জাতীয় পতাকাবাহী এ সংস্থা এখন লোকসানে আক্রান্ত। প্রতিষ্ঠানটিতে আর্থিক ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিমানকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আশা করছি, অচিরেই বাংলাদেশ বিমান একটি দক্ষ সংস্থা হিসেবে পরিগণিত হবে।

৩০. আমাদের দেশে ভূমি মূল্যবান দুর্লভ সম্পদ। অথচ এ ভূমি নিবন্ধন ঘিরে রয়েছে দীর্ঘসূত্রিতা ও অহেতুক হয়রানি। রয়েছে মামলার আধিক্য। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ভূমি বিরোধ ও অপরাধ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন সমন্বিত করে নতুন আইন প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করা হচ্ছে। জমি বা সম্পদ রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিল্প খাত

প্রিয় দেশবাসী

৩১. আমাদের মত জনবহুল দেশে শ্রম-নিবিড় ও স্বল্প পুঁজি-নির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা খুবই প্রয়োজন। মূলধন সঙ্কটের কারণে এ খাতের প্রসার শ্লথ। এ জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গঠিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (SME Foundation)-এর অনুকূলে আগামী অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা এনডাউমেন্ট ফান্ড বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাও শিল্পঋণ বিতরণে একটি ট্রাস্ট গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে সরকার ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেবে।

৩২. বিদ্যমান সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (Equity Entrepreneurship Fund, EEF)-কে কৃষি সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল এবং তথ্য প্রযুক্তি (IT) সমমূলধন উদ্যোগ তহবিলে বিভাজন করে প্রতিটি তহবিলে ১০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে তথ্য প্রযুক্তি খাত বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রস্তাবিত কৃষি সমমূলধন তহবিলের বাইরে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে ১৫০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা ও আইনি কাঠামো

প্রিয় দেশবাসী

৩৩. সুস্থ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে কাম্য সচলতা আনার পূর্বশর্ত হচ্ছে সক্রিয় আইন ও বিচার-কাঠামোর। সাম্প্রতিক অতীতে দেশের অন্যান্য নির্বাহী অঙ্গের ন্যায় বিচার ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাতেও চরম অবক্ষয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন। সশস্ত্রবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী ইতোমধ্যে দেশে দ্রুত আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

৩৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে এ কমিশন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই পাচারকৃত প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ফেরত এনে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশনে স্বাক্ষরের বহু প্রলম্বিত কাজটিও সম্পন্ন করেছে সরকার। আমি মনেপ্রাণে আশা করি অচিরেই মুছে যাবে দুর্নীতি ঘিরে বাংলাদেশের লজ্জাজনক পরিচয়।

প্রিয় দেশবাসী

৩৫. বিচার ব্যবস্থায় স্বাধীন প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বেশকিছু অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। কম্পিউটারাইজড কেইস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম গড়ে তোলা শুরু হয়েছে।

৩৬. পুলিশ বাহিনীতে সংস্কারের ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দুর্নীতি রোধকল্পে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স টীম গঠন করা হচ্ছে। ঢাকায় অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে ১২টি থানাকে মডেল থানায় উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে। পুলিশের সেবার গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে মডেল ও মেট্রোপলিটন থানাগুলোতে সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার গঠন করা হয়েছে এবং ঢাকা মহানগরে মহিলা সহায়তা তদন্ত কমিটি ও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু হয়েছে। বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রহরীদের জন্য বিশেষ ভাতা ও পুরস্কার পদ্ধতি চালু এবং চেকপোস্টের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

৩৭. দারিদ্র্য নিরসন কৌশল 'Unlocking the Potential : National Strategy for Accelerated Poverty Reduction' (NSAPR)-এর ওপর ভিত্তি করেই প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। কৌশলটির মেয়াদকাল জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পরবর্তী কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বাজেটের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন কৌশল কার্যকর (operationalise) করা হচ্ছে।

৩৮.	স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিসহ এ পর্যন্ত ১৪টি মন্ত্রণালয়কে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল মন্ত্রণালয়কে এ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা হবে। মন্ত্রণালয়গুলো স্বীয় পরিমণ্ডলে সম্পদ বন্টন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকবে। এতে দীর্ঘসূত্রিতা, সিদ্ধান্তহীনতা, অদক্ষতা হ্রাস পাবে। তবে, এ সংস্কার সফল করতে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং মন্ত্রণালয়গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি। আমরা সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

সরকারি ব্যয়ে স্বচ্ছতা

প্রিয় দেশবাসী

৩৯.	বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তখনই পাওয়া যাবে, যখন এর বাস্তবায়ন হবে যথাযথ। বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত নতুন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের প্রক্রিয়াগত জটিলতা চিহ্নিত করে তা নিরসনের জন্য আগামী দুই মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সচিব কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দরপত্র আহ্বান (Tender) এবং সংগ্রহ (Procurement) সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রিম প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সকল মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪০.	সরকারি ব্যয়ে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য ব্যয়ের নিরবচ্ছিন্ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন আবশ্যক। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যাতে নিজস্ব উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বা সমীক্ষার মাধ্যমে ব্যয় দক্ষতা বাড়াতে পারে সেজন্য একটি দিক-নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৪১.	প্রকল্পের আধিক্য কমিয়ে দারিদ্র্য নিরসন সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবহারকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করার কাজ শুরু হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে থোক বরাদ্দ ছিল মোট বরাদ্দের প্রায় ১৬ শতাংশ। প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেটে তা ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। স্বচ্ছতার জন্য বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (IMED) ওয়েবসাইটে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পের তালিকা এবং অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে সম্পদ বন্টন এবং ব্যবহারের খাতওয়ারি ও বিভাগওয়ারি তালিকা প্রদর্শন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোভুক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদনও থাকবে অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে। একইসাথে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রাজস্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণের যে কোন মতামতও গ্রহণ করা হবে।

সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা

৪২. স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা ঘাটতি বাজেট দিয়ে আসছি। এরূপ ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তবে, রাজস্ব শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে সরকারের পুঞ্জীভূত ঋণদায় ধারণক্ষম রাখা একান্ত আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। বাজারযোগ্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের প্রক্রিয়া অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে। এসব বন্ডের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতাদের অংশগ্রহণ সহজতর করার প্রচেষ্টা হিসেবে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইন্সুরেন্স ফান্ড নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৩. আমি একটি উৎসাহব্যঞ্জক তথ্য আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই। বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি তাদের 'Ease of Doing Business' প্রতিবেদনে ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান এরূপ দেশসমূহের তালিকায় বাংলাদেশকে ভারত ও ভিয়েতনামের ওপরে স্থান দিয়েছে। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করতে চাই, আমাদের কাঙ্ক্ষিত সংস্কারগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের অবস্থান আরো সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত হবে। ব্যক্তিখাত ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অধিকতর সুগম হবে।

২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন

প্রিয় দেশবাসী

৪৪. এখন আমি চলতি অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ২১ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে, চলতি অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত কর-রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৯ শতাংশ। বৈদেশিক উৎস থেকেও কাঙ্ক্ষিত সম্পদ পাওয়া যায়নি। এসব কারণে সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২৬ হাজার কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২১ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট রাজস্ব আয় ৫২ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা থেকে হ্রাস করে ৪৯ হাজার ৪৭২ কোটি টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, প্রাক্কলিত অনুন্নয়ন ব্যয় ৪২ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা থেকে ২ হাজার ২১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪ হাজার ৫০৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪৫. ঋণের সুদ বাবদ অতিরিক্ত ১ হাজার ৫১৭ কোটি টাকা, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৪৮০ কোটি টাকা এবং তারল্য সঙ্কট

নিরসনকল্পে পিডিবি-কে ঋণ বাবদ ৩৫০ কোটি টাকা প্রদান করার কারণে এ অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। মোট সংশোধিত ব্যয় এসে দাঁড়িয়েছে জিডিপি-র ১৪.৩ শতাংশে। বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলিত জিডিপি-র ৩.৭ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ঘাটতির ১.৬ শতাংশ পূরণ হবে বৈদেশিক অর্থায়নে, ২.১ শতাংশ পূরণ হবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে।

বাজেট ২০০৭-০৮ ঃ প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের দলিল

সামগ্রিক কাঠামো

প্রিয় দেশবাসী

৪৬. এখন আমি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সামগ্রিক বাজেট কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর অনুমান ভিত্তি হচ্ছে - আগামী অর্থবছরে জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি ঘটবে ৭ শতাংশ হারে এবং এ ধারা মধ্যমেয়াদেও অব্যাহত থাকবে। বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশে নেমে আসবে। মধ্যমেয়াদে সংহত ও সতর্ক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির কারণে ক্রমান্বয়ে তা আরো হ্রাস পাবে। বহিঃখাত ও অভ্যন্তরীণ খাত থেকে স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী তেমন কোন অভিঘাত আসবে না। কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের ভিত্তি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে। অধিকতর দক্ষ কর আদায় ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়ানো হবে।

৪৭. সামগ্রিক বিবেচনায় আগামী অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫৭ হাজার ৩০১ কোটি টাকা - যা জিডিপি-র ১০.৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) সূত্রে রাজস্ব আয় হবে ৪৩ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৮.৩ শতাংশ)। এনবিআর বহির্ভূত ও কর-বহির্ভূত সূত্র থেকে আসবে ১৩ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ)। ব্যয় খাতে আগামী অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার হবে ২৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৫.০ শতাংশ) এবং মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭৯ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৫.০ শতাংশ)।

৪৮. বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপি-র ৪.২ শতাংশ। এর ২.০ শতাংশ বৈদেশিক উৎস হতে এবং ২.২ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন করা হবে। আমি এর সাথে আগামী অর্থবছরে বিপিসি-র ক্রমপুঞ্জীভূত লোকসান থেকে উদ্ভূত দায় ৭ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা সরকারের দায় হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করছি। তাতে মোট প্রস্তাবিত ব্যয়

বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৮৭ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতি হবে জিডিপি-র ৫.৬ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে জিডিপি-র ৩.৬ শতাংশে। তবে, আমি আশ্বস্ত করছি যে, বিপিসি-র দায় গ্রহণ সরকারের জন্য তাৎক্ষণিক কোন আর্থিক দায় সৃষ্টি করবে না। ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহে বা সামষ্টিক অর্থনীতিতেও তা কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। তবে, আগামী বছরগুলোতে সরকারের সুদ ও আসল পরিশোধের দায় বাড়বে।

৪৯. প্রস্তাবিত বাজেটে আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভৌত অবকাঠামোতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের ৩৪.৪ শতাংশ এবং সামাজিক অবকাঠামোতে ৩৪.৩ শতাংশ। জনপ্রশাসন খাতে ১৯.৩ শতাংশ এবং সুদ পরিশোধ ও নীট ঋণদান (net lending) বাবদ ব্যয়িত হবে অবশিষ্টাংশ।

৫০. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচিতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে মোট ব্যয় হবে বাজেটের প্রায় ৫৭ শতাংশ। এর মধ্যে বিশেষভাবে সামাজিক ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর অনুকূলে ব্যয় হবে বাজেটের ১০.৬ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ অগ্রাধিকার ও ব্যয় কাঠামো
প্রিয় দেশবাসী

৫১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় অগ্রাধিকার, আঞ্চলিক সমতা এবং সম্পদের প্রাপ্তব্যতার দিকে খেয়াল রেখে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্বিক কৃষিখাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পানি সম্পদ) ২৩ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৬ শতাংশ, শিক্ষাখাতে ১৪ শতাংশ, পরিবহন খাতে ১২ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যখাতে ১০ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে বরাদ্দ ৩৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।

৫২. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৯৮৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। সমাপ্য প্রকল্পসমূহে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের সংখ্যাধিক্য কমিয়ে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন দ্রুত ও মানসম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও প্রস্তাবিত অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ২৩.৩ শতাংশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয়িত হবে।

৫৩. জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDGs) পূরণের জন্য প্রয়োজন আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করা। এজন্য চাই কর্মসংস্থানের আরো সুযোগ সৃষ্টি, ভৌত অবকাঠামোর অন্তরায়সমূহ দূরীকরণ, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি, আর্থিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিখাতের অব্যাহত বিকাশ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক খাতে বিনিয়োগ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর (social safety nets) অধিকতর সম্প্রসারণ এবং আর্থ-ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী ও জোরদার করা। আমি এখন প্রস্তাবিত বাজেটে সম্পদ বন্টনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিশেষ কয়েকটি খাত সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

৫৪. সামাজিক অবকাঠামোর প্রথম ভিত্তি মানবসম্পদ। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান বাহন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। দক্ষ মানবসম্পদ ব্যতিরেকে আরো গতিশীল ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমি প্রস্তাবিত বাজেটে মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে ১৯ হাজার ৭০১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা মোট বাজেটের ২৫ শতাংশ। এর মধ্যে শিক্ষাখাতে ১৫.২ এবং স্বাস্থ্যখাতে ৬.৯ শতাংশ।

শিক্ষা খাত

৫৫. বর্তমান বিশ্বে একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানে প্রশিক্ষিত জনশক্তির ওপর। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ও বিনিয়োগের এক নতুন কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ভৌত-বিজ্ঞান (physical sciences), জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান (life sciences) ও গাণিতিক বিজ্ঞান (mathematical sciences) সমূহের কোন ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যেসব বিভাগ স্বীকৃত ও সুপরিচিত জার্নালে কমপক্ষে তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করবে এবং একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করতে পারবে তাদের অনুকূলে সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রস্তাবের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এজন্য আগামী অর্থবছরে শিক্ষা গবেষণা অনুদান হিসেবে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

৫৬. ইতোমধ্যে আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জেন্ডার-বৈষম্য নিরসন হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলংকা ছাড়া আর কেউ এখনো এটা অর্জন করতে পারেনি।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমরা নতুন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি চরম দরিদ্র ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রায় ১৫ হাজার নতুন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে, যার ৬০ শতাংশ হবেন মহিলা। তাতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত ৫৫ঃ১ থেকে কমে ৪৬ঃ১ হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে মাসিক ১০০ টাকা হারে উপবৃত্তি দেয়া হবে। ১১ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে। আগামী বছরে ১০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মিত হবে ১৮ হাজার ১৮৬টি। গণশিক্ষায় সাক্ষর যোগ্যতা অর্জনকারী ৬.৫ লক্ষ জনকে আগামী অর্থবছরের মধ্যে অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মসজিদ ও মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে।

৫৭. মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তির পাশাপাশি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটের ৬৩ শতাংশ ব্যয় হয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ খাতে সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ৩ হাজার ১৩ কোটি টাকা। এ বিপুল ব্যয় অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ তাদের কর্মকৃতির সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। এজন্য নিরপেক্ষ পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ (Independent Inspection Body) কাজ করবে। শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইংরেজি ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাত

প্রিয় দেশবাসী

৫৮. স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়াস সফল হতে পারে না। স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উন্নত হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে, এক্ষেত্রে অন্যতম কৌশল হবে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিখাতের সম্পৃক্ততা বাড়ানো। যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতের দক্ষতা বেশি সেসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা চুক্তি ভিত্তিতে ব্যক্তিখাতে ন্যস্ত করা হবে। নার্সের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি খাতে নার্সিং প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যক্তিখাতে হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি হলো স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP)।

দক্ষতার সাথে এ বহুমুখী কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পৃথক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বাস্তবানুগ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৫৯. অপুষ্টি প্রতিরোধ, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এনজিও সম্পৃক্ততাকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সারাদেশে স্বাস্থ্য-অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ নিবিড় করা হয়েছে।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

কৃষি

প্রিয় দেশবাসী

৬০. কৃষি বাংলাদেশের প্রাণ। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির পরিমাণ প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যশস্যের ব্যাপক চাহিদা পূরণ ও মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা হলো কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। এ কারণে আমি কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে ৩৫০ কোটি টাকার একটি এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠনের প্রস্তাব করছি।

৬১. বাংলাদেশে বর্তমানে অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয় বোরো মৌসুমে, যা সেচনির্ভর। বিদ্যুৎ চালিত সেচকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য ২০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদান করা হলেও ডিজেলে পরিচালিত সেচকাজের জন্য কোন ভর্তুকি প্রদান করা হয় না। অথচ ডিজেলচালিত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বোরো মৌসুমে প্রায় ৩৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। মোট প্রায় ৪৮ লক্ষ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার অধীনে রয়েছে। সম্প্রতি ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ধানের উৎপাদন ব্যয় কেজিপ্রতি প্রায় ৫০ পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত যে বাড়তি চাপ পড়বে তা ভর্তুকি হিসেবে প্রদানের জন্য সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অর্থ কেবল কার্ডধারী কৃষকদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হবে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে সেচ কাজে ডিজেল ভর্তুকি বাবদ আমি ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬২. চলতি ২০০৬-০৭ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকি খাতে মোট ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৫৪১ কোটি

টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আমি সার উপখাতে ভর্তুকি বাবদ ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি সারের চোরাচালান রোধে সার বিতরণ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনার উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি।

৬৩. গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকরণ হিসেবে কৃষি ঋণ ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। কৃষিখাতে অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। সুদের হার কম হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ আর্থিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (financial safety net) হিসেবে কাজ করে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৬ হাজার ৩৫১ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ

৬৪. প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। জাটকা নিধন প্রতিরোধে এবং মাছের মান নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিশেষ নজর রয়েছে। এভিয়ান ভাইরাস আক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জরুরি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন ও বিপণন নিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ছাড়াও ২০ কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও ক্ষুদ্র খামারীদের সহায়তা তহবিলে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

৬৫. স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন জোরদার করার প্রয়াসে জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রোথ সেন্টারসমূহের সাথে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কের সংযোগ স্থাপনকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির কভারেজ ৯০ শতাংশে এবং স্যানিটেশন কভারেজ ১০০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চর,

হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি জোরদার করা হচ্ছে। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জনগোষ্ঠীর অনুকূলে বিশেষ খাদ্য ও উন্নয়ন সহায়তা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

যোগাযোগ খাত

প্রিয় দেশবাসী

৬৬. বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে রাস্তা রয়েছে প্রায় ০.৭০ কিলোমিটার। এ খাতের সংস্কারে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সড়ক ও জনপথের ৩ হাজার ২৪০ একর এবং রেলওয়ের প্রায় ৩০০ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে। সড়ক নির্মাণ কাজকে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৭৬.৫ শতাংশ এবং রেলওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৪০ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সরকারের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। মায়ানমারের সাথে সড়ক যোগাযোগের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। রেলওয়ের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক মেশিন, যাত্রীবাহী গাড়ি ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা ছাড়াও জোরদার করা হচ্ছে ব্যবস্থাপনাগত সংস্কার।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

প্রিয় দেশবাসী

৬৭. বিগত বছরগুলোতে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন সে অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়নি। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে আমরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। গ্রীষ্মকালের বিদ্যুৎ সঙ্কট মোকাবেলায় লোড-ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা লোডশেডিং-এর ব্যাপকতা হ্রাসের প্রয়াস চালাচ্ছি। বেসরকারি মালিকানাধীন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট হতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যও পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১০ সালের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনে লোডশেডিং মুক্ত অবস্থায় পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। আগামী তিন বছরে

নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৪৫ মেগাওয়াট, ৯০০ মেগাওয়াট এবং ১ হাজার ৫০ মেগাওয়াট।

৬৮. অতীতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি উপেক্ষিত হলেও বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। এতে চলতি বছরের শেষ নাগাদ প্রায় ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে। যেসব বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২০০৮ বা ২০০৯ সালে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ যোগ করার কথা, সেগুলোকে দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সরকারি দফতরগুলোকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মে পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ সচিবালয়ে গড় বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ২০০৬ সালের তুলনায় ২১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৬৯. বাংলাদেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা থেকেই সৃষ্ট। এসব সমস্যা সমাধানে বেশকিছু সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সকল কার্যক্রমে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একক কর্তৃত্ব খর্ব করে কোম্পানি আইনের আওতায় উৎপাদন ও বিতরণ খাতে বেশ কয়েকটি পৃথক সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। সার্বিকভাবে বিদ্যুৎ খাতের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে আর্থিক পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭০. চলতি অর্থবছরে সরকার বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (IPP)-এর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ডিসেম্বর, ২০০৬ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত বকেয়া ৫২৫ কোটি টাকা এ বছর এককালীন পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ খাতে নবসৃষ্ট কোম্পানিসমূহে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বকেয়া পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি খাতে দাবিকৃত প্রায় ২২০ কোটি টাকা সরকার হতে সমমূলধন হিসেবে প্রদান করার জন্য আগামী অর্থবছরে সংস্থান রাখা হয়েছে।

৭১. বিগত বছরসমূহে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের দেশজ মূল্য আমদানি মূল্যের সাথে সঙ্গতিহীন থাকায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের লোকসান প্রতিবছর ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বিপুল

পুঞ্জীভূত ঋণের দায় সৃষ্টির ফলে দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানি অব্যাহত রাখার স্বার্থে বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অনুকূলে ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার বিগত এপ্রিল মাস হতে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের দাম আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আগামী অর্থবছরের বাজেটে বিপিসি-র পুঞ্জীভূত খেলাপি ঋণকে সরকার নিজের ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে সমপরিমাণ অর্থের ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেজারি বন্ড ইস্যুর ফলে শুধু বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ঋণ সমস্যারই সমাধান হবে না, এর দেনাদার বাংলাদেশ বিমান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশনেরও আর্থিক সমস্যা অনেকটা দূর হবে।

৭২. আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে দেশজ মূল্য পুনর্নির্ধারণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় গঠিত কমিটি নিয়মিত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের মূল্য পর্যালোচনাপূর্বক তা সমন্বয়ের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে।

তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি খাত

প্রিয় দেশবাসী

৭৩. তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে টেলিফোন ব্যবহারের সংখ্যা গত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমানে প্রতি ১০০ জনে ৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮তে উন্নীত হয়েছে। অবৈধ ভিওআইপি (Voice Over Internet Protocol) ব্যবসা বন্ধ করা হয়েছে। এ অবৈধ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভিওআইপি ব্যবসাকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে আনার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত প্রায়।

৭৪. রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য আইটি পণ্যকে অন্যতম অগ্রাধিকার পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আইটি খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইন্টার্নশীপ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে দেশীয় আইসিটি কোম্পানিগুলোকে উপযোগী করে তোলার জন্য স্থাপিত আইসিটি ইনকিউবেশন সেন্টারকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে অবকাঠামো

নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। আইটি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি সমমূলধন উদ্যোক্তা তহবিল সৃষ্টির প্রস্তাব আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। দ্রুত প্রত্যেক জেলায় একটি করে স্কুলে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইটি বিষয়ে এক বছর মেয়াদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সও চালু করা হয়েছে। তথ্য, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে ১ হাজার ৮৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ২.৪ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেট থেকে ১২ শতাংশ বেশি।

সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা

প্রিয় দেশবাসী

৭৫. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলো আমি পর্যায়ক্রমে পেশ করছি -

নারী উন্নয়ন

৭৬. জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট খুবই সাম্প্রতিক একটি ধারণা, যা সরকারের ব্যয় পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের হিস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি করে। কয়েকটি দেশ এ ব্যাপারে বাস্তবমুখী কাজ করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো অনুসরণের জন্য বাজেট প্রণয়নে অব্যাহত সংস্কার প্রক্রিয়ার সাথে দারিদ্র্য ও জেন্ডার সমর্থিত বাজেট প্রণয়নের কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যের দারিদ্র্য ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক উদ্যোগের জেন্ডার সাম্যতা ও দারিদ্র্য সংবেদনশীল কার্যক্রম স্পষ্ট হয়ে আসবে এবং তদনুযায়ী বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বিবেচনা করা সহজ হবে। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় মিলিয়ে জেন্ডার-সমতাকরণ ব্যয় (gender equality expenditure) মোট বাজেটের প্রায় ২২ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে এ হিস্যা ২৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

৭৭. মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতে আমরা 'দরিদ্র মা-র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা' শীর্ষক একটি পাইলট কর্মসূচির সূচনা করেছি, যেখানে হতদরিদ্র মায়েদের নিরাপদ মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সন্তানকে দুগ্ধদান এবং সুন্দর, সবল শিশুর জন্ম ও বেড়ে

ওঠা নিশ্চিত হবে। গর্ভধারিণী হতদরিদ্র মাকে প্রতিমাসে ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে। প্রাথমিকভাবে ৩ হাজার ইউনিয়নে মোট ৪৫ হাজার মাকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। এ বাবদ আমি ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭৮. বিধবা ও দুস্থ মহিলা ভাতার হার ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২০ টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৬.৫ লক্ষ থেকে ৭.৫ লক্ষ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি), ছাত্রী উপবৃত্তি, মাতৃত্বকাল চিকিৎসা ভাউচার স্কীম, এলাকাভিত্তিক কম্যুনিটি পুষ্টি কার্যক্রম ও মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়া, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ২০ কোটি টাকা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ১০ কোটি টাকা, তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে ২৫ কোটি টাকা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ বাবদ ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। 'সরকারি সম্পদ সংরক্ষণে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুবিধা' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ৩৮৭ ইউনিয়নে ২৪ হাজার দুস্থ মহিলার কর্মসংস্থান হবে।

শিশু উন্নয়ন

৭৯. এতিমখানা, শিশুসদন, শিশু পরিবার, ছোটমণি নিবাস, সেফ হোম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের খোরাকী ভাতা ১ হাজার টাকা হতে ১ হাজার ২০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্রান্টও মাথাপিছু ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। নিম্নবিত্তদের জন্যও ডে-কেয়ার সেন্টার বানানো হচ্ছে। শিশু-কিশোরদের অপরাধের বিচার এবং মামলা ও কারা-অবস্থানে শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও শিশু আইনে বর্ণিত শিশুর অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ
প্রিয় দেশবাসী

৮০. মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের জন্য আমাদের অধিকতর দায়িত্বশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। আগামী অর্থবছরে আমি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার হার বিদ্যমান সকল স্তরেই ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতার হার ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ বাবদ গত বছরের বরাদ্দ ছিল ৭৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বর্তমান প্রস্তাবে তা বেড়ে গিয়ে ৯৯ কোটি ৫০

লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে। এছাড়াও, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট ও মুক্তিযোদ্ধা পার্ক নির্মাণ অচিরেই শুরু হবে।

প্রতিবন্ধী সহায়তা

৮১. প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করেছে। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আমি অক্ষম প্রতিবন্ধীদের ভাতার হার ২০০ টাকা থেকে ২২০ টাকা ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৬ হাজার হতে ২ লক্ষে উন্নীত করে এ বাবদ মোট ৫২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নতুন কর্মসূচির অনুকূলে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রবীণ ও ছিন্নমূল পুনর্বাসন

৮২. দরিদ্র প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের সামাজিক দায়িত্ব কোন অংশেই কম নয়। সেদিকে খেয়াল রেখে আমি বয়স্ক ভাতার বিদ্যমান হার ২০০ টাকা থেকে ২২০ টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১৭ লক্ষ করার প্রস্তাব করছি। ঢাকায় ছিন্নমূল, বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের জন্য খাস জমিতে ১৫ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মসংস্থান সৃজন
প্রিয় দেশবাসী

৮৩. সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। মঙ্গা ও নদী ভাঙ্গনের ন্যায় ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলের প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানকল্পে বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ ও তহবিল কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃজনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির বাইরেও পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আগামী অর্থবছরে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য অংশ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন তার সহযোগী এনজিওগুলোর মাধ্যমে কাজে লাগাবে। এসব ঋণ ও তহবিলসহ গ্রামীণ কর্ম-সংস্থানমূলক অপরাপর সকল কর্মসূচিতে বরাদ্দের হিসাব মোট

বাজেটের প্রায় ৯ শতাংশ হবে। আমি আশা করছি, এতে করে আগামী অর্থবছরে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মোট ৯৫ লক্ষ পরিবারের প্রায় তিন কর্মমাসের সমপরিমাণ শ্রম সৃষ্টি হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রিয় দেশবাসী

৮৪. আমি এখন সরকারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। সরকারের খাদ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা মজুদের ব্যবস্থা করা, দুস্থ জনগোষ্ঠীর কাছে খাদ্য পৌঁছে দেয়া, খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং কৃষকদের খাদ্যশস্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করা। আপনারা অবহিত আছেন যে, দেশে এবং বহির্বিশ্বে চলতি বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি। পক্ষান্তরে, চাহিদা বেড়েছে। ফলে, দেশে এবং বিদেশেও খাদ্যশস্যের মূল্য তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮৫. আগামী অর্থবছরে দেশের সামগ্রিক ঘাটতি মোকাবেলায় বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকার ৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির পরিকল্পনা করেছে। পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ খাত থেকেও খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাঁরা খাদ্যশস্য ক্রয়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াসে আগামী অর্থবছরে বর্ধিত আকারে ভিজিএফ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। আমি দেশব্যাপী ৫০ লক্ষ কার্ডধারীকে ৮ মাস খাদ্যশস্য বিতরণের উদ্দেশ্যে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দের পাশাপাশি টিআর, জিআর, কাবিখা এবং ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমেও প্রায় ৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য প্রয়োজনে খোলাবাজারে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। আমি আশা করি - এসব কার্যক্রম সার্থকভাবে সম্পন্ন করা গেলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সূচিত হবে ইতিবাচক পরিবর্তন।

পরিবেশ উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

৮৬. জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিবিড়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বৃক্ষ ও পাখি নিধন এবং পানি ও শিল্প দূষণ আমাদের

পরিবেশগত সমস্যার প্রধান উপাদান। সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর বনভূমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে। এসব জমিতে নতুন করে বন সৃজন করা হবে। শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন সাপেক্ষে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান এবং ওজোন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাসসমূহের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইট ও ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলছে। জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে।

কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

৮৭. এতক্ষণ আমি বর্তমান সরকার সূচিত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের মাধ্যমে সংস্কার কীভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। আলোকপাত করেছি সামষ্টিক অর্থনীতি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখা সম্পর্কে। এখন আমি প্রস্তাবিত বাজেটে ঈপ্সিত রাজস্ব আয় কীভাবে আহরণ করা হবে এবং তা সার্বিক সামষ্টিক অর্থনীতি ও সমতার ওপর কী প্রভাব ফেলবে সে বিষয়গুলো তুলে ধরতে চাই।

৮৮. আমাদের রাজস্বের সিংহভাগ আহরিত হয় আমদানি সূত্রে। টেকসই অর্থনীতির জন্য এটা কাঙ্ক্ষিত নয়। আমদানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে হবে। এছাড়া, পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হলে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি এমনকি মধ্যবর্তী পণ্যশুল্ক ধীরে ধীরে কমাতে হবে। স্বভাবতই আমাদেরকে আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর আদায় বাড়াতে হবে। বস্তুত, বাণিজ্য উদারীকরণ ও অভ্যন্তরীণ শিল্প-বিকাশ এ দু'য়ের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের কর কার্যক্রম যাতে এ সমন্বয়ের সহায়ক হয় সেদিকে আমরা যথাসম্ভব সচেতন থেকেছি।

৮৯. আমরা কর কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা হ্রাস করছি। কর আদায়ে বিভেদনীতি পরিহারের নির্দেশ দিয়েছি। কর আদায় বা কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণকে প্রাধান্য দিয়েছি। কর প্রশাসনে জবাবদিহিতাকে স্বচ্ছ ও নিশ্চিত করার ওপর সমধিক গুরুত্ব

আরোপ করেছি। কর প্রদানের বিষয়টিকে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক করে তুলতে চাই আমরা। করদাতার মধ্যে সাগ্রহে কর প্রদানের প্রণোদনা সৃষ্টি আমাদের কর-কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি এখন ২০০৭-০৮ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি।

কর ও শুল্ক প্রস্তাব

আয়কর

প্রিয় দেশবাসী

৯০. আমাদের কর প্রদানে যেমন অনীহা রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রক্রিয়াগত জটিলতা, এর অবসান প্রয়োজন। এ পর্যায়ে আয়কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করছি -

(১) ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের ২০০৭-০৮ কর বছরের জন্য করমুক্ত আয়সীমা বিদ্যমান ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। তবে, সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ হারে কর প্রদানকারী করদাতা যদি ১০ শতাংশ বা তার বেশি হারে আয়-বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন তাহলে আয়ের ঐ বর্ধিতাংশের ওপর প্রদেয় করের ১০ শতাংশ রেয়াত প্রদান করা হবে।

(২) করদাতাদের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কর প্রদানে উৎসাহিত করতে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি প্রচলনের জন্য যথাযথ আইনগত বিধান প্রস্তাব করছি।

(৩) আয়কর আইনকে সহজ ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪তে কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব করছি -

- লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে টার্ণওভারের ভিত্তিতে পরিশোধিতব্য ন্যূনতম করহার ০.৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.২৫ শতাংশে নির্ধারণ
- কোম্পানির পরিচালকদের দু'বারের বেশি বিদেশ ভ্রমণের পরিবর্তে চার বারের বেশি বিদেশ ভ্রমণ খরচের ৫০ শতাংশ আয় হিসাবে বিবেচনা
- ক্রেডিট কার্ডের বিল থেকে উৎসে কর কর্তনের বিধান বিলোপ

- স্ব-আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত গৃহনির্মাণে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গৃহীত ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সুদকে খরচ হিসাবে অনুমোদন

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রাস্টি আইনে নিবন্ধনকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১৫ শতাংশ রেয়াতি আয়কর সুবিধা প্রদান

- নির্ধারিত হারে কর প্রদানের শর্তে, অব্যাখ্যাত আয় দ্বারা বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় এবং জমি ও গাড়ি ক্রয়ের বিনিয়োগ প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণের বিধান বিলোপ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের ১০ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ হারে অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচনা।

(৪) মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির জন্য ৪৫ শতাংশ করহার প্রস্তাব করছি। তবে, এরূপ কোম্পানি নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হলে তাদের করহার হবে ৩৫ শতাংশ। অন্যান্য কর্পোরেট করহার ২০০৬-০৭ কর বছরের ন্যায় অপরিবর্তিত থাকবে।

(৫) সিটি কর্পোরেশন হতে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে ১ হাজার টাকা হারে উৎসে অগ্রিম আয়কর আদায়ের প্রস্তাব করছি, যা পরবর্তীতে আরোপযোগ্য করের সাথে সমন্বয় অথবা প্রত্যর্পণযোগ্য হবে।

(৬) সকল রপ্তানি আয় থেকে ০.২৫ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করছি, যা চূড়ান্তভাবে পরিশোধিত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৭) অন্যান্য পেশাজীবীদের ন্যায় হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে ডাক্তারদেরকে প্রদেয় ফি থেকে ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ, ট্রাস্টি ফি থেকে ১০ শতাংশ, ফ্রেইট ফরোয়াডিং এজেন্সী কমিশন থেকে ৭.৫ শতাংশ এবং ২৫ হাজার টাকার বেশি সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ আয় থেকে ১০ শতাংশ হারে উৎসে অগ্রিম কর কর্তন সম্প্রসারণের প্রস্তাব করছি।

(৮) সরকারের নানাবিধ সংস্কার উদ্যোগের সুবাদে ব্যবসা-ব্যয় (cost of doing business) কমে আসছে। এ প্রেক্ষাপটে স্টিভিডরিং,

সিএন্ডএফ, অনিবাসী কুরিয়ার সার্ভিস, বিপণন, বীমা এবং জেনারেল ইন্সুরেন্স সার্ভেয়ার প্রভৃতির কমিশন থেকে উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

(৯) বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনের বিকল্প শক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সৌরশক্তি উৎপাদনাগার (solar energy plant)-কে কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

(১০) উৎসে কর্তিত কর জমাদানের সময়সীমা ১ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ৩ সপ্তাহ এবং অগ্রিম আয়কর প্রদানের জন্য নির্ধারিত আয়সীমা ২ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৩ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করছি।

(১১) অনিবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগকে কর রেয়াত সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

(১২) বিনিয়োগ অর্থায়নের বিকল্প উৎস হিসেবে জিরো কুপন বন্ডের আয় করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।

(১৩) সরকারি বন্ডের প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি সরকারি ট্রেজারি বন্ড ও বিলস্-এর ওপর সকল আপফ্রন্ট ও অগ্রিম কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

আমদানি শুল্ক

শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ
প্রিয় দেশবাসী

৯১. ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার উদ্যোগ হিসেবে শুল্কহারের স্তরসমূহের পুনর্বিন্যাসসহ উৎপাদিত পণ্য ও মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্কহারের পার্থক্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি -

- ৪ শতাংশ অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার
- আমদানি শুল্ক কাঠামোতে বিদ্যমান ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ ও ২৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ, ১৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ স্তর প্রবর্তন
- সম্পূরক শুল্কের ১৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশের দু'টি স্তর একীভূত করে ২০ শতাংশের একটি স্তর প্রবর্তন

- লুব্রিকেন্টের মূল্য নির্ধারণে জটিলতা ও এ সংক্রান্ত মামলা পরিহারের লক্ষ্যে বেইজ লুব্রিকেটিং অয়েল এবং ফিনিশ্‌ড লুব্রিকেন্টের ওপর টনপ্রতি যথাক্রমে ২০ হাজার এবং ৩৯ হাজার টাকা হারে নির্দিষ্ট শুল্ক (Specific Duty) আরোপ
- সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল ক্লিংকারের ক্ষেত্রে শুল্ক ফাঁকি রোধে এ পণ্যকে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের আওতাভুক্তকরণ।

ট্যারিফ বৈষম্য হ্রাসকরণ

প্রিয় দেশবাসী

৯২. বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোতে বেশকিছু অসঙ্গতি রয়েছে। এ সকল অসঙ্গতি দূর করা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ ব্যাপারে কয়েকটি সংস্কার প্রস্তাব করছি -

- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী এবং টেক্সটাইল যন্ত্রপাতির ওপর বিদ্যমান শূন্য শুল্কহার সুবিধা বিলোপ
- টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও ডাই-ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফরমার (Di-electric transformer)-এর ওপর বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করে ভিওআইপি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ট্রান্সফরমারের সাথে এগুলোর শুল্কহারের সমতা বিধান
- অসত্য ঘোষণা ও শুল্ক সুবিধার অপব্যবহার রোধকল্পে কৃষিতে ব্যবহার্য পাম্পসহ সকল ধরনের পাম্পের ওপর সমহারে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ।

ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ

প্রিয় দেশবাসী

৯৩. রাজস্ব ক্ষতি সত্ত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ বেশকিছু পণ্যের বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপের প্রস্তাব করছি -

- বাজারমূল্য সহনীয় রাখার স্বার্থে ভোজ্য তেল ও মসুর ডালের (lentils) ওপর থেকে আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার
- চাল, গম, পেঁয়াজ, মটর ডাল, ছোলার ডালসহ যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের শুল্ক ইতঃপূর্বে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তা অব্যাহত রাখা

- সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ইনসুলিনসহ বিভিন্ন জীবনরক্ষাকারী ওষুধ এবং কৃষকের জন্য সারের আমদানির ওপর বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখা
- জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি প্রতিরোধে ফরমালিন ও স্টিয়ারিক এসিডের ওপর শুল্কহার ১২ শতাংশ হতে ২৫ শতাংশে বৃদ্ধি
- সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যানবাহন ব্যবহার সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্কায়নের ক্ষেত্রে গাড়ির প্রকৃত মূল্যের ওপর ডিলারস্ কমিশন ডিস্কাউন্ট সুবিধা ২৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশে উন্নীত করা।

স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা
প্রিয় দেশবাসী

৯৪. স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষার লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য এবং কাঁচামালের ওপর শুল্কহারসমূহ যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, কিছু শিল্পের কাঁচামালের শুল্কহার হ্রাস করারও প্রস্তাব করছি -

- সিএনজিচালিত বাস সংযোজন শিল্প বিকাশের জন্য সিবিইউ বাস আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হতে ১৫ শতাংশে বৃদ্ধি এবং সিএনজিচালিত ট্রাকের আমদানি উৎসাহিত করার জন্য আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে ১০ শতাংশে হ্রাস
- আসবাবপত্র শিল্পের বিকাশের জন্য উৎপাদিত মেটাল ফ্রেম ফার্নিচারের ওপর ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং কাঁচামালসহ বিভিন্ন ধরনের বোর্ডের ওপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার
- অটো ডিসপোজেবল সিরিঞ্জের স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এর আমদানি শুল্কহার ৫ শতাংশ হতে ১৫ শতাংশে বৃদ্ধি
- সিম কার্ড ও প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ওপর ৬০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং পাশাপাশি প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের আমদানি শুল্কহার হ্রাস
- সংবাদপত্র শিল্পের সমস্যার কথা বিবেচনা করে নিউজপ্রিন্ট আমদানির ওপর শুল্কহার ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশ করা এবং

পাশাপাশি স্থানীয় নিউজপ্রিন্ট শিল্পের বিকাশের জন্য এর কাঁচামাল শুল্ক-কর মুক্ত রাখা

- দেশের পাঁচ লক্ষ আখচাষী এবং স্থানীয় চিনিশিল্পের সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে এবং অশোধিত চিনি সংক্রান্ত অসত্য ঘোষণা রোধকল্পে অশোধিত চিনির ওপর বিদ্যমান নির্দিষ্ট শুল্ক টনপ্রতি ২ হাজার ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৪ হাজার টাকা নির্ধারণ
- রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি করে দুই বছর করা।

স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস

প্রিয় দেশবাসী

৯৫. রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুল্ক কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাক্ষমতা হ্রাস করার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব করছি -

- বন্ড লাইসেন্স প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন
- বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা আনয়ন
- কিয়োটো কনভেনশন অনুসরণে বিদ্যমান বিধানসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধন
- বেশকিছু পণ্যের ট্যারিফের বিবরণ অধিকতর স্পষ্টীকরণ
- বন্ডের আওতায় আমদানি করা পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের প্রবণতা রোধকল্পে আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকিং-এর ওপর 'Import Under Bond Not for Resale' লেখার শর্ত আরোপ।

বাণিজ্য উদারীকরণ

প্রিয় দেশবাসী

৯৬. দেশীয় পণ্যকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পূরণের পদক্ষেপ হিসেবে কিছু কার্যক্রম প্রস্তাব করছি -

- ৪ শতাংশ অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ প্রত্যাহার করা হলেও ফিনিশ্‌ড পণ্যের ওপর আমদানি শুল্কহার বৃদ্ধি না করে ২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা

- ২৫ শতাংশ এবং ৬৫ শতাংশ হারে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক কমিয়ে তা যথাক্রমে ২০ শতাংশে এবং ৬০ শতাংশে হ্রাস
- ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টারের ওপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার।

মূল্য সংযোজন কর

প্রিয় দেশবাসী

৯৭. আধুনিক কর প্রশাসনের একটি প্রধান লক্ষ্য স্বনির্ধারণী (self-assessment) পদ্ধতির ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে কর আইনের স্বেচ্ছা-প্রতিপালনে (voluntary compliance) করদাতাদেরকে উৎসাহিত করা। এজন্য আইনের বিধান সহজ করে কর আদায় ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা, কর সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম সহজ করা এবং সংরক্ষণযোগ্য দলিলপত্রের সংখ্যা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে আমি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১-এর কিছু সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করছি -

- কর ফাঁকির অপরাধজনিত জরিমানার জন্য অর্থদণ্ডের পরিমাণ ৫০ শতাংশ থেকে ২০০ শতাংশের স্থলে ২৫ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ করা
- লঘু অনিয়মের জরিমানা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা করা
- গুরুতর অনিয়মের জরিমানা সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা থেকে হ্রাস করে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা করা
- আপীল আবেদন করার ক্ষেত্রে দাবিকৃত কর বা অর্থদণ্ডের ১০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা কমিয়ে তা ১০ শতাংশ করা
- মূসক-১১ ফরমের নির্দিষ্ট ছকে ক্রয় চালানপত্র দাখিলের শর্ত শিথিল করে চালানপত্র ইস্যুকারীকে মূসক-১১তে চাহিত তথ্যাদিসহ তার নিজস্ব ছকে চালানপত্র ইস্যু ও সংরক্ষণের বিধান করা
- প্রত্যেক কর মেয়াদে দাখিলপত্রের সাথে চালানপত্র সংযুক্তির বিধান রহিত করা

- নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার জেনারেটেড চালানপত্র ও হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ ও ব্যবহারের অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কমিশনারকে অর্পণ

- প্রতিবছর বাণিজ্যিক আমদানিকারকের মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নবায়ন প্রথা বিলুপ্তিকরণ

- কুটির শিল্পের সুবিধার শর্ত হিসেবে প্লান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা থেকে অনধিক ৭ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ

- বিদেশে ওষুধের নমুনা প্রেরণের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির মূল্যসীমা ৬ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ হাজার টাকায় নির্ধারণ।

প্রিয় দেশবাসী

৯৮. কোন নিবন্ধিত উৎপাদক চুক্তির ভিত্তিতে অন্য কোন নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ব্রান্ডযুক্ত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত হলে সেক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা, উপকরণ হস্তান্তর ও রেয়াত গ্রহণের বিষয়ে বর্তমান মূল্য সংযোজন কর আইনে যথেষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই। দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে বিরাজমান জটিলতা নিরসনকল্পে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১-তে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

৯৯. সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা সেবা সহজলভ্যকরণ এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সুবিধা বিবেচনায় ইনসুলিন (insulin), ফার্স্ট এইড বক্স (first aid box), হিয়ারিং এইডস্ (hearing aids), শ্যাডো লেস্ অপারেশন ল্যাম্প (shadow less operation lamp)-এর আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি। বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ভবনে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

১০০. মূল্য সংযোজন করের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইমিগ্রেশন উপদেষ্টাকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার এবং আলংকারিক মাছ (ornamental fish), বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, আইন পরামর্শক ও দন্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম

স্কুল, বেসরকারি মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তিতে হ্রাসকৃত ৪.৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপের প্রস্তাব করছি। তাছাড়া, ফটো নির্মাতা, কুরিয়ার সার্ভিস এবং যাত্রীবাহী এসি বাস সার্ভিসের ক্ষেত্রেও সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করছি।

১০১. মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর করদাতাদের মধ্যে অধিকতর সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে কোমল পানীয়, মিনারেল ওয়াটার, টয়লেট সাবান, রেস্তোরাঁ, পণ্যাগার, বন্দর, ভূমি উন্নয়ন সংস্থা, ভবন নির্মাণ সংস্থা, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট সংস্থা, সিম কার্ড সরবরাহকারী, চলচ্চিত্র প্রদর্শক (প্রেক্ষাগৃহ), ওয়াসা, বীমা কোম্পানি, বিদেশী শিল্পী সহযোগে বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজক, হেলথ ক্লাব ও ফিটনেস সেন্টার, খেলাধুলার আয়োজক, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, চাটার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থার ক্ষেত্রে টার্ণওভার করের সুবিধা প্রত্যাহার করে এ সকল পণ্য ও সেবাকে টার্ণওভার নির্বিশেষে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

১০২. বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চকলেট-দুধ, আম-দুধ, দুধ-কলা, টমেটো-পেস্ট, এলপি গ্যাস, পেপার, এম এস প্রোডাক্ট, তারকাটা, চিলার, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, হিউম্যান হলার, পণ্যবাহী যান্ত্রিক নৌযান ও শীপ স্ক্র্যাপ পণ্যের ট্যারিফ মূল্য সামঞ্জস্যকরণের প্রস্তাব করছি।

১০৩. চলতি অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের গতিধারা, প্রশাসনিক সক্ষমতা মূল্যায়ন করে এবং কর প্রস্তাবসমূহ বিবেচনায় এনে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ওপর ১৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে ৪৩ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আয়কর ১০ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা, আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ১৭ হাজার ৮১২ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন কর ১৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক ৪০০ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাজেটে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে প্রস্তাবিত এ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।

কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয়

১০৪. সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে কর-রাজস্বের পাশাপাশি কর-বহির্ভূত রাজস্বও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বিগত বছরসমূহে সরকারের মোট রাজস্বের প্রায় ১৮ শতাংশ কর-বহির্ভূত রাজস্ব থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছরের

বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব উৎস হতে রাজস্ব বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি। কর-বহির্ভূত রাজস্বের ভিত্তি সম্প্রসারণ, বিদ্যমান হারসমূহকে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে পুনর্নির্ধারণ, নতুন ক্ষেত্র সংযোজন, নতুন কর আদায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং লিকেজ বন্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছি। ফলে, আগামী অর্থবছরে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৫. বাংলাদেশের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের পূর্বশর্ত হলো অভ্যন্তরীণ খাত হতে সম্পদ সংগ্রহের নিশ্চয়তা। কিন্তু রাজস্ব আদায় প্রবৃদ্ধির তুলনায় বাড়ছে না। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায় যেখানে মোট জিডিপি-র ১০.৬ শতাংশ ছিল। চলতি অর্থবছরে তা কমে জিডিপি-র ১০.৪ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আগামী অর্থবছরে রাজস্ব-আয় জিডিপি-র ১০.৮ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর নির্ধারণের মান বৃদ্ধি, আদায় কার্যক্রম জোরদার, অফিস অটোমেশন, কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং প্রায়োগিক গবেষণার বিশাল কাজ আমাদের সামনে।

১০৬. দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে রাজস্ব আহরণের 'পূর্ণাঙ্গ গুণগত ব্যবস্থাপনা'। অর্জন করতে হবে করদাতাদের আস্থা। তাঁদেরকে জোগাতে হবে প্রণোদনা। সহজ কর-ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন এবং কর আদায়কে করনীতি প্রণয়ন কার্যক্রম থেকে পৃথকীকরণ সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৭. প্রশাসনিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ থেকে এ পর্যন্ত সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। জিডিপি-তে শিল্পখাতের অবদান ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতিতে আর্থিক গভীরতা (financial deepening) ১৭ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহ ২৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অর্থনীতির উন্মুক্ততার সূচক ১৮ শতাংশ থেকে ৪১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকিং খাতে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকের বাজার অংশীদারিত্ব শূন্য থেকে ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে মাতৃমৃত্যু ও

শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে জেন্ডার-সমতা অর্জন উল্লেখযোগ্য। একই সময়ে আয়-দারিদ্র্য কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। আমাদের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা আজ পৃথিবীর দেড় শতাধিক দেশে অনুসৃত হচ্ছে। আমরা নোবেল পুরস্কারও পেয়েছি। শান্তিমিশনে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকৃতির সুনামও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের কঠোর পরিশ্রম, প্রতিকূলতাকে জয় করার অদম্য স্পৃহা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে। আমি নিশ্চিত, আমরা যদি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে প্রতিযোগিতা করে সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৮. এই বাজেট প্রণয়নের প্রস্তুতি হিসেবে আমি অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছি। ঢাকার বাইরে খুলনা এবং রাজশাহীতে স্থানীয় সুধী সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত শুনেছি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দিক-নির্দেশনাও গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সাথেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংস্কার ও বাজেটের অগ্রাধিকার, কৌশল, বরাদ্দসহ খুঁটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেছি। এসব আলোচনা ও পর্যালোচনালব্ধ পরামর্শ, প্রস্তাব ও অভিজ্ঞতার সম্ভাব্য সকল দিকই বাজেট প্রণয়নে কাজে লেগেছে। বাজেট সংক্রান্ত মতবিনিময় প্রক্রিয়ায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১০৯. এ মুহূর্ত থেকে দেশের যে কোন প্রান্ত হতে, যে কেউ যে কোন পরামর্শ বা প্রস্তাব ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেইল করে বা চিঠি আকারে পাঠাতে পারেন। ১৪ জুন, ২০০৭ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সকল প্রস্তাব কিংবা পরামর্শ আমরা আন্তরিকতা সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিচ্ছি। যুক্তিযুক্ত বিষয়গুলো যাতে বাজেটে প্রতিফলিত হয় সে ব্যবস্থা আমরা নেব এবং এ মাসের শেষ সপ্তাহে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তা চূড়ান্ত করব।

প্রিয় দেশবাসী

১১০. অপরিমেয় ত্যাগ ও আত্মদানে মহিমান্বিত এ জাতি। মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং অজস্র সংগ্রামের গৌরবগাথায় সমৃদ্ধ আমাদের ইতিহাস। তবে, এও সত্য যে, কখনো কখনো এ ইতিহাস বেদনাদায়কও হয়ে আছে। দুর্যোগ, সঙ্কট, দুঃশাসন বার বার হানা

দিয়েছে। প্রতিবারই আমরা তা মোকাবেলা করেছি দুর্নিবার, অপরাহত প্রত্যয়ে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের সাম্প্রতিককালের ঈর্ষণীয় অর্জনগুলো তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। দেশপ্রেম এবং পরমতসহিষ্ণুতায় অনুপ্রাণিত হয়ে যদি আমরা ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলতে পারি তাহলে সমৃদ্ধির পথে আমাদের অগ্রযাত্রার সাফল্য নিশ্চিত। আমরা রেখে যেতে চাই এমন এক মহান উত্তরাধিকার যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখতে পাবে - দেশকে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে আমরা ছিলাম ক্লান্তিহীন, নির্ভীক; আমাদের মূল্যবোধকে সঞ্জীবিত ও দৃঢ় রাখতে আমরা ছিলাম অকুণ্ঠ; আন্ত-প্রজন্ম সমতা রক্ষায় (intergenerational equity) আমরা ছিলাম বিচক্ষণ; আমাদের সম্ভাবনার সবটুকু ব্যবহারে আমরা ছিলাম সনিষ্ঠ ও তৎপর।

প্রিয় দেশবাসী

১১১. আসুন, আমাদের সমবেত শক্তি, সাহস ও প্রজ্ঞার মিশ্রণে সকল বাধা পেরিয়ে আমরা গড়ে তুলি এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে না ক্ষুধা আর দারিদ্র্য; যেখানে থাকবে না দুঃশাসনের অপচ্ছায়া; যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের ভেদাভেদ।

আমাদের দেশ হয়ে উঠুক কল্যাণ, সুখ ও সমৃদ্ধির অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ্ হাফেজ